মেহেরপুরে পিতাকে গলা কেটে হত্যা, ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে নিজ পিতাকে গলা কেটে হত্যার দায়ে ছেলে মো. সিফাত ফকিরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (৩০ জুন) বিকেলে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২৩ এপ্রিল রাতে গাংনী উপজেলার নিজ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত মনির উদ্দীন রাতের খাবার শেষে বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক আড়াইটার দিকে তাঁর চিৎকার শুনে স্ত্রী রোকেয়া বেগম ও পরিবারের অন্য সদস্যরা বাইরে এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই এস. এম. বুলবুল আহাম্মেদ তদন্তকালে নিহতের ছেলে সিফাত ফকিরের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পান। পরে আসামি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

২০১৯ সালের ৩০ জুন আসামির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। বিচারকালে রাষ্ট্রপক্ষ ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করে। শুনানিকালে আসামি নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও সাক্ষ্য-প্রমাণ ও উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শেষে আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট এ. কে. এম. শফিকুল আলম।

মুজিবনগরে আনসার বাহিনীর দ্বৈত আয়োজন: সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন ও বীরদের সম্মাননা

মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে আজ এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবগঠিত সঞ্জীবন প্লাটুন গঠনের রূপরেখা এবং ঐতিহাসিক গার্ড অব অনার প্রদানকারী সদস্যদের সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় মুজিবনগর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানমালার প্রথম পর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমুদ্দিন শেখ ও সিরাজুল ইসলামকে সম্মাননা জানানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বে “সঞ্জীবন প্লাটুন গঠন, প্রকল্প নির্বাচন ও সদস্য/সদস্যাদের করণীয়” শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দুটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিএম, পিভিএমএস, খুলনা রেঞ্জ কমান্ডার আব্দুস সামাদ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যান্ট আল-আমিন উদ্বোধনী বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আনসার বাহিনীর যে বীর সদস্যরা সাহসিকতার সঙ্গে গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন, তাঁদের বীরত্বগাথা স্মরণ করে তাঁদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে জেলা আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়ের সঞ্জীবন প্লাটুনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই বিশেষ টিম গ্রামীণ উন্নয়ন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কীভাবে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে কাজ করবে, তার একটি দিকনির্দেশনামূলক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়।

এ বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল নিরাপত্তা সহায়তা প্রদানেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের সহযোদ্ধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর দায়িত্ব ও কার্যপরিধি এখন ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা সহায়তার গণ্ডি অতিক্রম করে দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সহনশীলতা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গার ডিঙ্গেদহ ৯ আনসার ব্যাটালিয়নের পিভিএমএস সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, “আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এমন একটি বাহিনী, যার নামের মধ্যেই প্রাণের সঞ্চার করার শক্তি লুকিয়ে আছে।” আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের মূল দায়িত্ব হবে গ্রামীণ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশকে সহায়তা করা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদক প্রতিরোধের মতো সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা এবং সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা। মনে রাখবেন, আপনাদের আচরণ এবং কাজের মাধ্যমেই আনসার বাহিনীর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি পদক্ষেপে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে উন্নয়ন ব্যাংক, গাংনী, মেহেরপুর; উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা (সদর ও গাংনী), আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, আনসার ও ভিডিপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ, ইউনিয়ন দলনেতা, দলনেত্রী, আনসার কমান্ডার এবং সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে দরিদ্র নারীদের মাঝে বিনামূল্যে গাভী বিতরণ ও

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আয়োজনে স্মার্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত স্টার্টআপ, সায়েন্স প্রজেক্ট ও ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম প্রতিযোগিতায় জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে মেহেরপুরের গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

দেশব্যাপী ৮ হাজার ২৯টি স্টলের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫৪৬টি প্রকল্প বাছাই করা হয়। পরে জেলা পর্যায়ের ১০১টি সেরা প্রকল্পের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নির্বাচিত প্রকল্পগুলো। প্রতিযোগিতায় ৭২ নম্বর প্রকল্প হিসেবে অংশ নিয়ে সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ।

মেহেরপুর জেলার অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার মান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রমে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করে আসছে।

প্রকল্পটির গাইড শিক্ষক ছিলেন আইসিটি বিভাগের প্রভাষক সাজ্জাদ হোসেন সবুজ এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আবু বক্কর সিদ্দিক। প্রকল্পটি তৈরি ও উপস্থাপনায় অংশ নেয় দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী নওরীন জাহান, আবির রোশান লাবিব ও জুনায়েদ পারভেজ।

সোমবার চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর সহধর্মিণী ডা. জোবায়দা রহমান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় দুই গাইড শিক্ষককে ৩০ হাজার টাকা করে এবং তিন শিক্ষার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে প্রাইজমানি, সম্মাননা ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক

মিলন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহাদী আমিন, শিক্ষা সচিব আব্দুল খালেক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের এ সাফল্যে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানসহ জেলার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিক এ সাফল্যে আনন্দ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

মেহেরপুরে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্প নিয়ে মতবিনিময় সভা

রপ্তানিযোগ্য আমের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আম চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে মেহেরপুরে আম উৎপাদনকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার ‘রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন’ প্রকল্পের আওতায় এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মো. বাবুল মিঞা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের ফসল উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌসী আখতার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইংয়ের পরিচালক মো. আব্দুস সাত্তার এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক আলমগীর

বিশ্বাস।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

সভায় আমের উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির উপযোগী মান নিশ্চিত করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আমচাষিদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক নিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন অতিথিরা।

বক্তারা বলেন, আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আম উৎপাদন করতে পারলে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, যা একদিকে কৃষকদের আয় বাড়াবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

গাংনীতে পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে পুকুরের পানিতে ডুবে রামিম নামের ৮ বছর বয়সী এক মাদ্রাসা ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড ভিটাপাড়া এলাকায় মহাসিন হাজির পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

‎রামিম উপজেলার গোপালনগর গ্রামের সিঙ্গাপুর প্রবাসী রুহুল আমিনের ছেলে ও স্থানীয় আলিমুল কোরআন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তারা বর্তমানে গাংনী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সবজি আড়ত পাড়ায় বসবাস করছেন।

‎‎স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে রামিম ও তার বন্ধু সিয়াম মহসিন হাজির পুকুর পাড়ে একটি বাঁশের তৈরি চাটাইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করার সময় অসাবধানতাবশত রামিম পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়।

‎এ সময় তার বন্ধু সিয়াম দ্রুত দৌড়ে গিয়ে রামিমের পরিবারকে খবর দেয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে পুকুর থেকে রামিমের অচেতন দেহ উদ্ধার করে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাসমেরী খাইরুন নাহার জানান, শিশুটি হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।

‎গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী অপমৃত্যুর মামলা হবে।

শিশুর রামিমের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় ও নিহতের পরিবারে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গাংনীতে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় র্যাবের অভিযানে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে।

রোববার (২৮ জুন) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। সোমবার (২৯ জুন) সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে র্যাব-১২।

র্যাব সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার, পিপিএম-এর নেতৃত্বে একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে ফারুখ হোসেনের বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের কাঁচা সড়কে তল্লাশি চালিয়ে ৩২ পিস ইয়াবাসহ দুইজনকে হাতেনাতে আটক করা হয়।

আটকরা হলেন, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মৃত খলিলুর রহমানের ছেলে ফারুখ হোসেন (৫৬) এবং একই গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে রিপন আলী (৩৬)।

র্যাব জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের পর সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধে র্যাবের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত

বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

সভায় শিশু শ্রম প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে তাদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) আবুল হাসেম এবং সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাস।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

র্যালিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইস্তামুল হক, শাকির আহমেদ ও ফারুকুল ইসলাম, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. রফিকুল ইসলাম, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক

আবুল হাসেম, জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আক্তার হোসেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক তৌহিদুল ইসলাম, সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাসসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, প্রতিনিধি ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

মুজিবনগর সীমান্তে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবি ও গ্রামবাসীর বাধায় পণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীর বাধার মুখে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সোমবার (২৯ জুন) ভোরে উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার পাথরঘাটা গ্রামের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১১০ নম্বর মেইন পিলার এলাকায় ৭ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ।

নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক জানান, বিএসএফ সদস্যরা ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। তবে বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে তাদের ফেরত নিয়ে যায় বিএসএফ।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ। গত ৬ জুন তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তে ৬ জন, ১৯ জুন বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া সীমান্তে ৪ জন, ২৫ জুন গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্তে ৭ জন, ধলা সীমান্তে ৩ জন এবং কাজীপুর সীমান্তে ২ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

[redacted]

[redacted]